EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

প্রথম একশ' দিন: একুশ শতকে আমেরিকার নতুন সরকারের সাথে অন্য দেশগুলোর সম্পর্ক

জেমস এল. জোনস
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা

মাত্র একশ' দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের ৪৪তম প্রেসিডেন্টের অভিষেক উদযাপন করেছে। বিশ্বের অনেক দেশের জনগণই এই উৎসব উদযাপনে যোগ দিয়েছিল যা আমেরিকার জনগণের জন্য ছিল একটি ঐতিহাসিক উপলক্ষ এবং বিশ্বব্যাপী তাদের জন্যও যারা নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের জন্যও একটি উন্নততর ভবিষ্যতের আশা জাগানিয়া সম্ভাবনায় বিশ্বাস রাখে।

আমেরিকান হিসেবে যে উত্তেজনা আর যে আশাবাদ আমরা অনুভব করেছিলাম জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তা এরপর থেকে বেড়েই চলেছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, ফ্লু ভাইরাসের সংবাদ, সন্ত্রাস আর পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার; জলবায়ু পরিবর্তন ও দারিদ্র্য; বহুদিন ধরে চলছে এমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ভয়াবহ রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি একুশ শতকের এই সব সংকট মোকাবেলা করার পরেও সেই উত্তেজনা আর আশাবাদ আমাদের মধ্যে কাজ করছে।

কেবল কোনো একটি মাত্র দেশ বা জাতি এই সব চ্যালেঞ্জের জন্ম দেয়নি। আর একটি মাত্র দেশের একার পক্ষেও এই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব গ্রহণের পর মাত্র দ্বিতীয় দিনেই প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছিলেন, "আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণের স্বার্থে বিশ্বে একটি নতুন আমেরিকান নেতৃত্বের যুগের সূচনা হওয়া প্রয়োজন।"

প্রেসিডেন্ট ওবামা ইতিমধ্যেই তার প্রশাসনের প্রথম একশ' দিনেই বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন যে একটি নতুন আমেরিকান নেতৃত্ব আর প্রশাসনের চেহারা কেমন হবে, কেমন করে তারা বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সাথে কাজ করবে।

প্রথমত, তিনি এবং তার প্রশাসন এমন একটি বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন যা আমেরিকান জনগণের এবং একই সাথে আমাদের বন্ধু ও মিত্র দেশসমূহের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। আমাদের বৈদেশিক নীতির সূচনাই হচ্ছে পারস্পরিক স্বার্থ আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। তবে যেখানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে এধরনের প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে প্রস্তুতি নেবে সম্ভাব্য শত্রুরা কি বলে তা শোনার জন্য এবং তাদের সাথে আলোচনার জন্য। এই পদক্ষেপ নেয়া হবে এই কারণেই যে আমাদের এবং বিশ্বের সেই সব দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে, কোন শত্রুরই এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এর ফলটা কি দাঁড়াবে। আর এই কারণেই আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে বিশ্বের মধ্যে সর্বসেরা এবং একই সঙ্গে সবার কাছে শ্রদ্ধেয় হিসেব গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাবো।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে কাজ করার কৌশল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ঠিক পর পরই প্রেসিডেন্ট ওবামা আমেরিকার সবচেয়ে প্রতিভাবান কিছু কূটনীতিককে নিয়োগ দিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, সুদান, এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তান -- প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ দূত এবং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য। এদের মধ্যে কেউ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও কাজ করবেন। শুধু এই তথ্যটাই এটা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট যে একুশ শতক কালের এমন এক পর্যায় যখন আঞ্চলিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আমাদের প্রচেষ্টার শুরুতেই প্রাধান্য পাবে এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ে মনোনিবেশ করা।

সারা বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথেও একটি গভীর এবং ইতিবাচক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা। আর এ কারণেই তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আল-অ্যারাবিয়া-কে। এ কারণেই তিনি ইরানের জনগণ এবং নেতাদেরকে বলেছেন যে তিনি তাদের সাথে সব কিছু নিয়েই নতুন করে আলোচনা শুরু করতে চান এবং তুর্কী পার্লামেন্ট-এ দেয়া বক্তৃতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এবং সুযোগ-সুবিধার জন্য নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এবং সর্বশেষে, এ কারণেই তিনি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইসলামের সাথে লড়ছে না এবং ভবিষ্যতেও কখনো লড়বে না।

দ্বিতীয়ত, আমরা পরিষ্কার করে বলেছি যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কায়েদার কার্যক্রমকে ব্যাহত করা, ভেঙ্গে দেয়া ও পরাজিত করা। মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ওবামা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জন্য একটি সর্বাত্মক কৌশল পর্যালোচনা উপসংহার ঘোষণা করেন। এটিই শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য

প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাবে। অপরদিকে এটি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তা ও বৃহত্তর সুযোগ-সুবিধা লাভেও সহায়তা করবে। স্ট্র্যাসবোর্গ-এ ন্যাটোর হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ওবামা তার কৌশল-এর পক্ষে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ন্যাটো মিত্রদের কাছ থেকে একটি নতুন কৌশলগত ধারণা তৈরিতে তাদের অঙ্গীকার লাভ করেন, যাতে করে তারা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেতে পারে। আর বাগদাদে প্রেসিডেন্ট ইরাক সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত 'স্ট্যাটাস অব ফোর্স এগ্রিমেন্ট' অনুযায়ী সুসংগতভাবে আমাদের সৈন্য সংখ্যা হ্রাসে তার প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সার্বভৌম ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে ইরাকি জনগণকে সর্বদা সহায়তা করা।

তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট ওবামা বিভিন্ন রকম বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অভিন্ন উপায় খুঁজতে কাজ করছেন। একটি নতুন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ কাঠামোসহ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বর্ধিত সহায়তা এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ বাণিজ্যের প্রতি পুনঃপ্রতিশ্রুতি -- এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যমত্য তৈরিতে লন্ডনে তিনি সহায়তা করেছেন। চার বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সব "খোলা" পারমাণবিক উপাদান সুরক্ষিত করা, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার প্রক্রিয়াকে পেছনে ফেরানো এবং একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব লাভের প্রচেষ্টায় প্রাগে তিনি একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির সূত্রপাত করেন।

দেশের সন্নিকটে, প্রেসিডেন্ট ওবামা মাদকের চাহিদা ও অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের মত বিষয়গুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলায় আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বের কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে মাদক সম্পর্কিত সন্ত্রাস প্রতিরোধে নতুন একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। আমেরিকা সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট কিউবান-আমেরিকানদের দেশে টাকা লেনদেন এবং কিউবায় ভ্রমণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণাও দিয়েছেন। আর এর মধ্য দিয়ে এই গোলার্ধে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বহু বিষয়ে সহযোগিতার নবযাত্রা সূচিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলোর সাথেও ফলপ্রসূভাবে কাজ করেছেন। বিগত সপ্তাহগুলোতে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের মিত্র দেশসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর সমাবেশ ঘটিয়েছিল। একই সাথে সোমালিয়ার উপকূলের অদূরে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। সব শেষে, 'মেজর ইকোনমিজ ফোরাম অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লাইমেট'-এর প্রথম প্রস্তুতিমূলক অধিবেশন থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ জ্বালানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়াসহ আমাদের গ্রহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেও যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

সর্বশেষে, আমেরিকার নিরাপত্তা এবং এর আদর্শের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেয়াটা প্রেসিডেন্ট ওবামা মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রথম দিনেই তিনি 'গুয়ানতানামো বে ডিটেনশন সেন্টার' এক বছরের মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, বন্দীদেরকে অতিরিক্ত নির্যাতনের মাধ্যমে তথ্য আদায়ের কৌশল নিষিদ্ধ করেছেন এবং এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা কনভেনশন পুরোপুরি সমর্থন করে এবং কোন প্রকার নির্যাতন চর্চা করে বা কোন প্রকার নির্যাতনকে ক্ষমা করে না।

নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম একশ' দিনে যেখানে অনেক কিছু বলা এবং অনেক কিছু করা হয়ে গেছে, এই দারুণ একটা জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমরা যারা আমাদের জাতিকে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি তারা পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারছি যে আমরা কেবল একটি দীঘ যাত্রা শুরু করেছি মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি, যে সব রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী এবং মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের সন্ধান করে তাদের সকলের কাছে একটি বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে আমেরিকার অবস্থান পুরুদ্ধারের এই বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা অগ্রগতি অর্জন করছি।

==========

জিআর/ ২৯শে এপ্রিল, ২০০৯

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই- মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*